মাগুরমারী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে

বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা,
পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে

নভেম্বর ২০১৬ থেকে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

সহযোগিতায়

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্

মাল্ডরমারী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে

বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা,

পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে

নভেম্বর ২০১৬ থেকে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

সহযোগিতায়

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্

OFFICE OF THE PRODHAN

MAGURMARI NO - I GRAM PANCHAYET

P.O. KALIRHAT * DIST. JALPAIGURI

PIN CODE - 735210

Mobile No:- 9547743309
8972464145

Ref. No .... Date ...18/07/2018...........

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস্ এর সঙ্গে আমাদের মাগুর মারী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ কাজে এক অনন্য নজীরের অভিজ্ঞতা তৈরী হয়েছে। "খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মান বৃদ্ধি" সংক্রান্ত এই যৌথ কাজে প্রত্যেকটি সংসদ থেকে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র ৩০-৩৫ টি পরিবার চিহ্নিত করন, প্রতি সংসদ থেকে একজন আগ্রহী মহিলা চিহ্নিত করন এবং শিক্ষানবীশ হিসাবে মনোনয়ন এবং পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা ও এল. সি. ডি প্রজেক্টর মাধ্যমে অপুষ্টি দূরীকরণের জন্য জৈব পদ্ধতিতে ঘরোয়া পুষ্টি বাগানের গুরুত্ব বুঝিয়ে প্রথমে প্রত্যেকটি দরিদ্র পরিবারের বাড়ীতে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান এবং পর পর ধাপে ধাপে অন্যান্য কাজ গুলি শুরু হয়। যদিও এই কাজ শুরুর আগে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস্ এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে অপুষ্টি দূরীকরন ও জীবন-জীবিকার মান সম্পর্কিত বেনীমা বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে কয়েক দফায় আলোচনা এবং শালবাড়ী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সাথে AHEAD INITIATIVES এর যৌথ কাজের প্রকাশিত প্রতিবেদন দেখে আমাদের এই কাজে আগ্রহ তৈরী হয়। তার পর আমরা AHEAD INITIATIVES এর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বিগত ০৪.১০.১৬ তারিখে গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিবেশন সভায়, "খাদ্য, সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন জীবিকার মান বৃদ্ধি সংক্রান্ত যৌথ কাজ, কাজের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া এবং মানব সম্পদ ও উপকরণ বাবদ যৌথ কাজের জন্য খরচ, কাজ শুরুর আগে উভয়ের মধ্যে সমঝোতা পত্র ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। এর পর বিগত ০৪-১১-১৬ তারিখে উভয়ের মধ্যে এক সমঝোতা পত্র স্বাক্ষরীত হয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই কাজ শুরু হয়। শুরু থেকে প্রতি মাসে ২ বার গ্রাম পঞ্চায়েতে আসেন — শিক্ষানবীশের —

প্রশিক্ষণে যৌথ কাজের প্রশিক্ষক ও অ্যাহেডের প্রতিনিধি বৃন্দের উপস্থিতিতে বিগত কাজের পর্যালোচনা ও আগামী কার্যক্রমে গুরুত্ব দিয়ে বোঝার জন্য পরিকল্পনার কাজ গুলির বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেই প্রশিক্ষণে জন প্রতিনিধি ও গ্রাঃ পং কর্মচারীগনের পক্ষে ২-৩ জন উপস্থিত থাকার চেষ্টা করা হয়। প্রজেক্ট ৪৯৫ টি পরিবার নিয়ে শুরু হলেও বর্তমানে ৬০০ টি গরীব পরিবার এই কাজের সাথে যুক্ত রয়েছে। সব পরিবারের বাড়ীতে জৈব পদ্ধতিতে ঘরোয়া সব্জী বাগানে ৭-৮ রকমের শাক সব্জী ফলানো এবং খাওয়া এক রকম অভ্যাসে পরিনত হয়েছে। অনেক পরিবারে অ্যাজোলা তৈরী এবং ব্যবহার শিক্ষানবীশ সহ বেশ কিছু পরিবারে কেঁচো সার তৈরী ও ব্যবহার হচ্ছে। ছাগল, শূকর, ভেড়া পালনের ৪ টি প্রজনন কেন্দ্র তৈরী হয়েছে। সেখান থেকে গরীব পরিবারে পশু পালনে সহায়তা করা হচ্ছে। এই টুকু বলতে পারি, চিহ্নিত গরীব পরিবার গুলি বিভিন্ন ভাবে উপকৃত হয়েছে ও হচ্ছে। ~~এই টুকু জোর দিয়ে বলতে পারি~~ গরীব পরিবার গুলিকে কি ভাবে হাতে কলমে কাজ শিখানো ও করানো হয় তা যৌথ কাজের মাধ্যমে কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। সর্বোপরি AHEAD Initiatives এর কর্মী বৃন্দের ব্যবহার তাদের শিক্ষানবীশ ও গরীব পরিবারে বিভিন্ন কাজ শিখানোর বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও দায়বদ্ধতা আমাদের যৌথ ভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। বিশেষ করে MGNREGS এর অধীনে নার্সারী, অ্যাজোলা, কেঁচো সার, ফলবাগান ইত্যাদি কর্মসূচী রূপায়নে সহায়তা হয়েছে। উদ্যোগের প্রজেক্ট জারি রাখতে এবং এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে বলে আগামী বোর্ডের কাছেও আশা রাখি।

শান্তনু মজুমদার 16-07-2018
Secretary-In-Charge
Magurmari-I G.P.

[signature] 16/07/18
PRODHAN
MAGURMARI 1 GRAM PANCHYET

[signature] 16-07-18
PRODHAN
MAGURMARI 1 GRAM PANCHYET

OFFICE OF THE PROGRAMME OFFICER
MAHATAMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT.
&
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
DHUPGURI : JALPAIGURI

Ph No. 03563-250107 Fax No. 03563-250024 E-mail : nregadhupguri@gmail.com

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কলমে গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগ

গরীবদের জন্য আন্তরিক ভাবে কিছু করার চেষ্টা করা এবং যথাযথ সহায়তা পেয়ে কাজটি যদি সফল হয় এবং জীবন-জীবিকার দীর্ঘ পথে এগিয়ে যাওয়ার সহায়ক হয়, তাহলে তা রুপায়নকারী সংস্থা গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির কর্তৃপক্ষের যেমন ভালো লাগে, বিভিন্ন রকম উন্নয়ন বিষয়ক প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত বিডিও ও উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদেরও তেমন ভালো লাগে। ২০১৬ সালে বিডিও হিসাবে ধূপগুড়ি ব্লকে যোগদান করার পর কয়েকজন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, এমজিএনআরইজিএস সেলের কর্মচারীদের থেকে পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন সংক্রান্ত কাজে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এর পক্ষ থেকে সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি জানতে পারি। অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এর কর্মীবৃন্দ বিশেষকরে শ্রী সুকুমার গাইন মহাশয় নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং শালবাড়ী ১ নং, শালবাড়ী ২ নং, ঝাড়আলতাগ্রাম ২ নং, মাগুরমারী ১ নং ও বারঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ৭০টি সংসদে এবং বানারহাট ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বন্ধ চা বাগান এলাকার ৩টি সংসদে যৌথভাবে চিহ্নিত প্রায় ৩০০০ গরীব পরিবারের জন্য কি কি কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে তা আমাকে অবহিত করতেন।

প্রথম দিকে তেমন ভাবে গুরুত্ব না দিলেও যখন জানতে পারলাম, এমজিএনআরইজিএস-এর সহায়তা ছাড়াই বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পশু-পাখিদের পুষ্টিকর খাদ্য, অ্যাজোলা চাষ ও ইহার সৎ ব্যবহার হচ্ছে তখন গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সাথে যৌথ কাজের বিষয়ে বিশেষভাবে আগ্রহী হই। এছাড়া গধেয়ার কুঠি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় 'পারকুমলাই (দেবচাঁদপাড়া)' গ্রামকে সরকারীভাবে 'আদর্শ গ্রাম' হিসাবে গড়ে তুলতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরকে যুক্ত করা হয়। সেখানে অ্যাজোলা ও কেঁচোসার তৈরির পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া শেখানোর দায়িত্ব পেয়ে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস -এর কর্মীবৃন্দ দক্ষতার সঙ্গে তা পালন করে এবং কাজগুলি এলাকায় প্রশংসিত হয়। আমার মনে হয়, পঞ্চায়েতের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের কাজগুলিকে মূল স্রোতের দিকে নিয়ে যাওয়ার একটা লাগাতার চেষ্টা চলে। নার্সারী, অ্যাজোলা, কেঁচোসার, ফলবাগান ইত্যাদি কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির হাতে কলমে সহায়তার বিষয়টি উপলব্ধি করে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, নির্মান সহায়ক ও সচিবদের নিয়ে ব্লক স্তরে দু-দুবার কর্মশালার আয়োজন করি। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের কাজগুলি বিশেষ করে প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক কাজগুলি আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাজ শুরু করার বিষয়ে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস-এর কর্মকর্তাদের সাথে আমার একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। সেটি হলে আশাকরি ভালো হবে।

যতটুকু জেনেছি, প্রত্যেক সংসদ এলাকায় একজন আগ্রহী বিবাহিতা মহিলা, শিক্ষানবিশ হিসাবে মনোনীত হন। তারা মাসে ২ বার গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে প্রশিক্ষণ নেন এবং যা শেখেন তা প্রথমে নিজের বাড়ীতে করেন এবং চিহ্নিত ৩০-৩৫টি পরিবারকে হাতে কলমে শেখাতে ও করাতে চেষ্টা করেন। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কৃষি কাজে অভিজ্ঞ একজনকে যৌথ কাজের প্রশিক্ষক হিসাবে যুক্ত করেন যিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিয়ে শিক্ষানবিশ ও পরিবারগুলিকে প্রশিক্ষণ দেন ও যৌথ কাজের দেখভাল করেন। সংসদ স্তরে মহিলা শিক্ষানবিশরাই এই কাজের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ বা কারিগর বলে আমার মনে হয়েছে। গ্রামোন্নয়নে নতুন দিশা দেখাতে এবং দীর্ঘ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় পথ প্রদর্শক হতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির এই যৌথ উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি।

অভিনন্দন সহ

25/07/18

Programme Officer, MGNREGA
&
BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
DHUPGURI, JALPAIGURI

Dhupguri Panchayat Samiti

P.O. DHUPGURI,DIST.JALPAIGURI,PIN-735210

Smt. Dipika Oraon
Sabhapati
Dhupguri Panchayat Samiti
Contract No. 96096-56330 (M)
03563-250071 (O)

শ্রীমতি দীপিকা ওরাঁও
সভাপতি
ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতি
যোগাযোগ- নং- ৯৬০৯৬-৫৬৩৩০ (মো)
০৩৫৬৩-২৫০০৭১ (অফিস)

Memo No...................

Ref. No...................

Date........................

Date. 20 - 06 - 18

সভাপতির দৃষ্টি ও উপলব্ধিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগ

অপুষ্টিতে ভোগা চিহ্নিত গরীব পরিবারের সঙ্গে তাদের পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের এই কাজটি প্রথমে আমার নিজস্ব, শালবাড়ী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে শুরু হয়। ২০১৩ সালে ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর আমি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ি। তা সত্ত্বেও শালবাড়ী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ-প্রধান ও অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস-এর কর্মীবৃন্দ যৌথ উদ্যোগের যে কাজগুলি যখন গ্রহণ করতেন আমাকে জানাতেন। দু -একটি কাজ আমি নিজে সরেজমিনে দেখেছি এবং গরীবদের জন্য কাজগুলির প্রয়োজন রয়েছে বলে আমার মনে হয়েছে। ২০১৬-র প্রথম দিকে যৌথ উদ্যোগের কাজের ছাপানো রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর দেখলাম, গরীবদের জন্য জৈব পদ্ধতিতে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান, অব্যবহৃত রাস্তার ধার, খালপাড়, পতিত ও মরশুমী পতিত জমি চিহ্নিত করে সেখানে বিভিন্ন ধরনের ডাল চাষ, শিক্ষানবিশদের মাধ্যমে চারা তৈরী, ৫ ধরনের ফলের চারা সরবরাহ, ছোট ছোট ফলের বাগান, অব্যবহৃত ডোবায় তেলাপিয়া মাছ চাষ, হাঁস-মুরগী, ছাগল/ভেড়া, শূকর পালনের জন্য সহায়তা, পুষ্টিকর পশুখাদ্য অ্যাজোলা চাষ, এমজিএনআরইজিএস- এর অধীনে কেঁচোসার তৈরী ও ব্যবহার, নার্সারী, গরীবদের চিহ্নিত করে তাদের বাড়ীতে চারা তৈরী করে রাস্তার ধারে রোপণ করে তাদেরকেই বৃক্ষপাট্টা প্রদান ইত্যাদি আরও অনেক ধরনের কাজ হয়েছে। কয়েকটি কাজ ঠিকমতো না দাঁড়ালেও বেশির ভাগ কাজ যেমন- পুষ্টি বাগান, অব্যবহৃত জায়গায় ডাল চাষ, অ্যাজোলা ও কেচোঁসার তৈরী ও ব্যবহার, নার্সারী, কলম কাটিং, পশু-পাখি পালনের সহায়তা ইত্যাদি কাজগুলি ভালোই হয়েছে এবং এলাকার মানুষ উপকৃত হয়েছে।

এরপর আমার সঙ্গে ও তৎকালীন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, শ্রী শুভঙ্কর রায়ের সাথে আলোচনা ও সম্মতিতে ধাপে ধাপে ঝাড়আলতাগ্রাম ২ নং, শালবাড়ী ২ নং, মাগুরমারী ১ নং, বারঘড়িয়া ও বানারহাট ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বন্ধ চা বাগান এলাকার ৩টি সংসদে কাজ শুরু হয়। শুরু থেকেই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির প্রধান ও অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস-এর কর্মীবৃন্দ যৌথ কাজের বিষয়ে যোগাযোগ রাখতেন এবং অগ্রগতি জানাতেন। যতটা জেনেছি, গরীবদের জন্য গৃহীত কাজগুলি ভালোই এগোচ্ছে।আমি মনেকরি, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে যেমন ভাবে কাজগুলি হচ্ছে তেমনি পঞ্চায়েত সমিতি স্তরেও কাজগুলি করার প্রয়োজন রয়েছে। ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতি স্তরেও এই কাজ শুরু করার বিষয়ে আমার ও বর্তমান সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রী দীপঙ্কর রায়ের সঙ্গে একাধিকবার অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস-এর কর্মীদের আলোচনা হয়েছে। গরীবদের জন্য যৌথ উদ্যোগের এই কাজ ধূপগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি জেলার সমস্ত ব্লকে ছড়িয়ে পড়ুক এই আশা রাখি।

অপুষ্টিতে ভোগা গরীবদের চিহ্নিত করে তাদের অপুষ্টি সহ দারিদ্র দূরীকরণ ও সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগে গৃহীত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কাজের সাফল্য কামনা করি।

অভিনন্দন সহ

20-06-18

Sabhapati
DHUPGURI PANCHAYAT SAMITI

MITALI ROY
Member
West Bengal Legislative Assembly

15 (S.C) Dhupguri
Near Station More
P.O.+P.S. : Dhupguri
Dist. : Jalpaiguri
Pin : 735210
M. : 9732111139
8972055253
e-mail : mitaliroydhup@gmail.com

Date 13-09-2018

বিধায়কের দৃষ্টিতে যৌথ কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগ

কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে গরীব মানুষদের জন্য কিছু ভালো কাজ হচ্ছে এবং এই কাজে পঞ্চায়েতগুলিকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস' নামক উন্নয়ন মূলক একটি পেশাদারী সংস্থা ইহা প্রথম আমি ধূপগুড়ি বিডিও-র কাছ থেকে জানতে পারি। পরে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস-এর কর্মীদের সঙ্গে একাধিকবার কাজগুলি নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। তাদের পাবলিকেশনের কয়েকটি বইও পড়েছি। তাদের থেকে জেনেছি শালবাড়ী ১ নং, শালবাড়ী ২ নং, মাগুরমারী ১ নং, ঝাড়আলতাগ্রাম ২ নং ও বারঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত সংসদ এলাকায় এবং বানারহাট ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বন্ধ চা বাগান-এর আদিবাসী অধ্যুষিত ৩টি সংসদ এলাকায় মোট প্রায় ৩০০০ গরীব পরিবারকে নিয়ে এই কাজ চলছে। প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে স্বাক্ষরিত 'সমঝোতা পত্র'-এর ভিত্তিতে সংসদ পিছু সবথেকে গরীব ৩০-৩৫টি পরিবারকে বেছে নিয়ে তাদের জন্য এই যৌথ কাজ হচ্ছে পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে।

পঞ্চায়েতগুলির লিখিত রিপোর্ট পড়ে এবং তাদের থেকে খোঁজ নিয়ে যতটুকু জেনেছি, কাজগুলি ধাপে ধাপে এগোচ্ছে। জৈব পদ্ধতিতে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান, অব্যবহৃত জায়গায়, পতিত ও মরশুমি পতিত জমিতে ডাল চাষের প্রসার, নার্সারীতে বিভিন্ন ধরনের চারা তৈরি, গরীব পরিবারগুলিতে ৫ ধরনের ফলের চারা সরবরাহ, পশু-পাখিদের পুষ্টিকর খাদ্য, অ্যাজোলা চাষের প্রসার, হাঁস-মুরগী, ছাগল/ভেড়া, শূকর পালন সহ বিভিন্ন কাজে উপকরণ বাবদ একটা বড় অংশ গ্রাম পঞ্চায়েত খরচ করছে জেনে আমার ভালো লাগছে। যৌথ উদ্যোগের ফলে নার্সারী, ফলেরবাগান, বৃক্ষপাট্টা প্রভৃতি এমজিএনআরইজিএস-এর কাজে পঞ্চায়েতগুলি কারিগরি সহায়তা পাচ্ছে ইহাও জেনেছি।

পঞ্চায়েত পদ্ধতি-প্রক্রিয়া মেনে পরিকল্পনা করে এই কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি আরও নিবিড়ভাবে গরীব মানুষের কল্যাণে অগ্রনী ভূমিকা নেবে এই আশা রাখি। আমি গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে গৃহীত কাজগুলির সাফল্য কামনা করি।

অভিনন্দন সহ

13/09/18

Mitali Roy
Member
West Bengal Legislative Assembly
15/SC/Dhupguri

বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মাগুরমারী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত ও অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্-এর যৌথ উদ্যোগে নভেম্বর ২০১৬ থেকে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

গ্রাম পঞ্চায়েতের ভৌগোলিক অবস্থা

পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয় ও ধূপগুড়ি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের অফিস থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে ৫ কিমি. দূরত্বে অবস্থিত এই গ্রাম পঞ্চায়েত। মোট মৌজা- ৬টি, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যা- ১৮ জন, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য- ৩ জন, মোট পরিবার- ৬,৩২৪টি, মোট জনসংখ্যা- ২৪,৪৮৬ জন, তপশীলি জাতি- ১৫,৪৯৩ জন, তপশিলী উপজাতি– ১৩৪ জন, অনগ্রসর এবং ওবিসি– ৫,৯১৪ জন, অন্যান্য- ২,৯২৫ জন। প্রধান কৃষিপণ্য ধান, পাট ও আলু। উচ্চ বিদ্যালয়- ১টি, প্রাথমিক বিদ্যালয়- ১১টি, উচ্চ প্রাথমিক- ৪টি, শিশুশিক্ষা কেন্দ্র- ৬টি, স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র- ৪টি, অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র- ৪৫ টি।

কেন ও কীভাবে এই যৌথ উদ্যোগ

মাগুরমারী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা চিহ্নিত করার কারণ হল, কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামীণ পরিবারের সমীক্ষা অনুযায়ী দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবার, বিশেষ করে তপশীলি জাতি, তপশীলি উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্পদায়, ভূমিহীন পরিবার ও প্রান্তিক চাষীর সংখ্যা আশপাশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় বেশি।

এলাকার প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ, প্রাকৃতিক সম্পদ যথেষ্ট থাকা সত্বেও তার ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব, দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি থাকার কারণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিশেষ করে পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে অনেক পরিবার অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত হয় । অনেক পরিবারের সদস্য/সদস্যা অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক হওয়ায় এবং স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় কাজ না পাওয়ায় জীবন-জীবিকার জন্য ভিন রাজ্যে যেতে বাধ্য হন। এছাড়া পার্শ্ববর্তী শালবাড়ী ১ নং ও ঝাড়আলতা গ্রাম ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে যৌথ আলোচনার ভিত্তিতে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্ ও মাগুরমারী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে গত ০৪/১১/২০১৬ তারিখে এক সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। অপুষ্টি দূরীকরণ ও জীবন-জীবিকার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুরু হয় এক যৌথ লড়াই।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১] প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গরীব পরিবারের খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মান বাড়ানো।

২] সারা বছর ধরে নিজেদের পুষ্টির জন্য বাড়ির কাছাকাছি অল্প জায়গায় জৈব পদ্ধতিতে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান করা ও শাক-সবজির চাষ বাড়ানো ।

৩] এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ডাল, তৈল ও দানা শস্যের চাষ বাড়াতে চাষীদের সঙ্গে গরীব পরিবারগুলিকে যুক্ত করা।

৪] এলাকার মরশুমি পতিত, পতিত জায়গার (অব্যবহৃত জমি, রাস্তার ধার, পুকুর পাড়, খালের ধার, নদীর ধার, জমির আল) ব্যবহার বাড়ানো এবং আশপাশের গরীব পরিবারগুলিকে বিভিন্ন ধরনের কাজে, বিশেষ করে বৃক্ষপাট্টা কর্মসূচিতে যুক্ত করা।

৫] বিভিন্ন চাষের ক্ষেত্রে দেশি বীজের ব্যবহার ও সংরক্ষণ বাড়ানো, যাতে গরীব পরিবার/কৃষকরা নিজেদের প্রয়োজনীয় বীজ নিজেরাই সংরক্ষণ করে পরবর্তী মরশুমে তা কাজে লাগাতে পারেন।

৬] কৃষি ভিত্তিক সামাজিক বনসৃজনের লক্ষ্যে নার্সারী তৈরি ও রাস্তার ধার, খালের ধার, সর্বসাধারণের পড়ে থাকা জায়গা ব্যবহার করে স্থানীয় সম্পদ (ফল, কাঠ, জ্বালানী, পশুখাদ্য, জৈবসার, বনৌষধী) সৃষ্টি করা।

৭] চাষের খরচ কমিয়ে আধুনিক ও জৈব পদ্ধতিতে চাষবাসের প্রসার ঘটাতে আগ্রহী চাষীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

৮] পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগুলি আরও শক্তিশালী করা তথা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়নের দিকে ধাপে ধাপে আরও এগিয়ে চলা।

শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কীভাবে কাজ

পঞ্চায়েত বা এলাকাগতভাবে পিছিয়ে থাকার কারণ সম্বলিত সরকারি পরিসংখ্যান ও তথ্যগুলি প্রথমে বিশ্লেষণ করা হয়। এরপর খাদ্য সুরক্ষা ও পুষ্টির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কাজ শুরু করার বিষয়ে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ-প্রধান, পঞ্চায়েতের সকল সদস্য/সদস্যা ও কর্মচারীবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা ও সহমত তৈরি করা হয়। পরে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় যৌথ উদ্যোগ বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শেষমেশ গত ২০১৬ সালের নভেম্বরে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ডিসেম্বর'২০১৮ সময়কাল পর্যন্ত যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন কাজ পরিচালনার জন্য একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়, যার ভিত্তিতে কাজ শুরু হয় গরীব পরিবারের সঙ্গে। এরপর এলাকার বিভিন্ন তথ্য, বিশেষ করে কৃষিব্যবস্থা, ফসলচক্র, খাদ্যাভ্যাস, স্থানীয় সংস্কৃতি, গরীব পরিবারের জীবন-জীবিকা সম্পর্কিত যাবতীয়

তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এরপর পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যা ও অন্যান্য সকলের সহায়তায় পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে গরীব পরিবারের তালিকা তৈরি করে পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাদের দ্বারা অনুমোদন করিয়ে চূড়ান্ত তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েতে জমা দেওয়া হয়। প্রত্যেক মরশুমের আগে পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে কী কী ধরনের কাজ করা যেতে পারে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা, মরশুম ভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী চিহ্নিত গরীব পরিবারগুলির আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। প্রাপ্ত আবেদনপত্রগুলি একত্রিত করে সুপারিশ সহ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যা তা পঞ্চায়েতে জমা দেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের সব সংসদের পরিকল্পনা একত্রিত করে যৌথভাবে প্রয়োজনীয় বীজ ও উপকরণের ব্যবস্থা করে সংসদ এলাকার সংশ্লিষ্ট শিক্ষানবিশদের দিয়ে মাষ্টার রোলের মাধ্যমে চিহ্নিত পরিকল্পনাকারী পরিবারের মধ্যে বণ্টন করা হয়। এরপর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রশিক্ষক ও অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর কর্মীবৃন্দ নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে এবং গরীব পরিবারগুলিকে প্রয়োজনীয় কারিগরি ও হাতে-কলমে সহায়তা দেয়। শুরু থেকেই যৌথ উদ্যোগের এই কাজে নিয়মিত ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির মাননীয়া সভাপতি, ধূপগুড়ি ব্লকের মাননীয় বিডিও এবং মাননীয় জয়েন্ট বিডিও সাহেব/সাহেবা সহ অন্যান্য আধিকারিকগণকে জানানো হয়েছে ও তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়াও সংশ্লিষ্ট ব্লকের মাননীয় বিএলডিও, মাননীয় এডিএ, মাননীয় সিডিপিও ও তাঁদের দপ্তরের কর্মচারীবৃন্দ এবং এমজিএনআরইএস সেলের কর্মচারীবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে নানান সহায়তা ও পরামর্শ দিয়েছেন।

গত ১৫ মাস ধরে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে পঞ্চায়েতীরাজ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ১৩টি সংসদে ৫৭০টি চিহ্নিত গরীব পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে নিম্নলিখিত উদ্যোগগুলি গ্রহণ করা হয়েছেঃ

ঘরোয়া পুষ্টি বাগান

বিগত প্রায় দেড় বছর আগে ১৩টি সংসদে ৪৯৫টি চিহ্নিত পরিবারকে দিয়ে সারা বছর ধরে জৈব পদ্ধতিতে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান করানোর কাজ শুরু হয়েছিল। বর্তমান বছরের প্রাক খারিফ মরশুমে ৫৭০টি পরিবারকে দিয়ে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান করানো হয়েছে। পুষ্টি বাগানে অন্তত ৭-৮ রকম শাক-সবজি চাষের পরামর্শ ও বীজ সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে পরিবারগুলি মরশুম ভিত্তিক ২-৩ রকম সবজির বদলে সারা বছর ধরে রাসায়নিক সার-বিষ মুক্ত ৪-৫ রকমের সবজি খেতে পারছে।

ডাল জাতীয় শস্যের চাষ

২০০টি পরিবারকে দিয়ে তাদের অব্যবহৃত পুকুর পাড়, জমির আল, বাড়ির সামনের রাস্তার ধারে আনুমানিক ১.৫ কিমি. জায়গায় অড়হর ডাল চাষ এবং ৫০টি কার্যকরী দলে ১৫০টি চিহ্নিত পরিবারকে যুক্ত করে আনুমানিক ৬৭ বিঘা পতিত জমি ও রাস্তার ধারে বিউলি ডাল এবং ৪৫ বিঘা মরশুমি পতিত জমিতে মুসুর ডাল চাষ করানো হয়। অতিবৃষ্টির কারণে ১০০টি পরিবারের অড়হর এবং ১০টি দলের ১৫ বিঘা বিউলি, ৫টি দলের ৫ বিঘা মুসুর ডাল নষ্ট হয়েছে। অড়হর, বিউলি, মুসুর মিলিয়ে ২০০টি পরিবারে গড়ে অন্তত ২০ কেজি ডাল উৎপাদন হয়েছে। উৎপাদিত ডাল থেকে পরিবারগুলি গড়ে দেড় থেকে ২ মাসের ডালের যোগান পেয়েছে।

ফলের নার্সারী

১৩টি সংসদের ১৯ জন শিক্ষানবিশকে দিয়ে ৯,০০০টি বিভিন্ন ফলের চারা তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয় । এখন পর্যন্ত পেঁপে, আমলকী, বেদানা, পেয়ারা মিলিয়ে মোট ৬,০০০টি চারা তৈরি হয়েছে এবং ৩৯৫টি পরিবারে ২,৩৮১টি চারা সরবরাহ করা হয়েছে। যার কিছুটা শিক্ষানবিশরা নিজেদের বাড়িতে লাগিয়েছেন। প্রত্যেকের বাড়ির নার্সারীতে এখনও কিছু চারা ভাল অবস্থায় রয়েছে।

চিহ্নিত পরিবারে পাঁচ ফলের চারা সরবরাহ

চিহ্নিত পরিবারে ফলের যোগান বাড়াতে ৩৯৫টি পরিবারে পেঁপে, বেদানা, পেয়ারা, আমলকী মিলিয়ে মোট ২,৩৮১টি চারা সরবরাহ করা হয়। প্রতিটি পরিবারে গড়ে এখনও ৩-৪টি চারা বেঁচে রয়েছে এবং ইতিমধ্যে পেঁপে খাওয়াও শুরু হয়েছে।

সবজির নার্সারী

২ জন শিক্ষানবিশ ও ২টি পরিবারকে দিয়ে বেগুন, টমেটো, ব্রকলি মিলিয়ে ১০ হাজার চারা তৈরি করানো হয়েছে। কিছুটা চারা চিহ্নিত পরিবারের সবজি বাগানের জন্য বিতরণ করা হয় এবং ২টি পরিবার ব্যক্তিগতভাবে ব্রকলি চাষ করেছে।

দলগতভাবে বিভিন্ন গাছের নার্সারী

এমজিএনআরইজিএস-এর মাধ্যমে ৩টি স্বনির্ভর দলকে দিয়ে ৩০ হাজার বিভিন্ন কাঠের গাছের নার্সারীর উদ্যোগে সহায়তা দেওয়া হয়েছিল। ১টি স্বনির্ভর দল সফলতা না পেলেও, বাকি ২টি দল প্রায় ১২ হাজার চারা তৈরি করতে সক্ষম হয়। নিজেদের

বাড়িতে রোপণ করার ওই ২টি দলের সদস্যারা ৪ হাজার চারা বিক্রি করে ৪০ হাজার টাকা আয় করেন। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা না থাকায় কিছু চারা নষ্ট হয়ে যায় । ২টি নার্সারীতে এখনও প্রায় ২ হাজার চারা ভাল অবস্থায় রয়েছে।

নতুন ফসল চাষ

৮টি পরিবারকে দিয়ে ৫ কাঠা জমিতে ৮টি ওল উৎপাদন কেন্দ্র, ১১টি পরিবারকে দিয়ে ১২ কাঠা জমিতে ব্রকলি চাষে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। গতবার ১টি পরিবারকে টিপিএস (ট্রু পটেটো সীডস্) আলু চাষের জন্য বীজ ও কারিগরি সহায়তা দেওয়া হয়েছিল। ১১০ কেজি উৎপাদিত আলু বীজ সংরক্ষণ করে রেখে পরিবারটি এবছর পুনরায় চাষ করে। এবছর চাষে ২৬ কুইন্টাল উৎপাদিত আলু বিক্রি করে ২১,৩২০ টাকা আয় করেছে পাশাপাশি এই নতুন পদ্ধতিতে আলু চাষ শিখেও লাভবান হয়েছে।

শুঁটি জাতীয় শস্যের চাষ

২টি কার্যকরী দলে ৬টি পরিবার এবং ১০টি পরিবার ব্যক্তিগতভাবে ৩.৫ বিঘা জমিতে মটরশুঁটি চাষ এবং ৩টি পরিবার ব্যক্তিগতভাবে ১ বিঘা জমিতে বীনস্ চাষ করে। যেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে উপকরণ ও কারিগরি সহায়তা দেওয়া হয়। ১৯টি পরিবার উৎপাদিত ফসল নিজেরা খাওয়ার পরে বাড়তি ফসল বিক্রি করে প্রায় ৪০ হাজার টাকা আয় করে।

কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে বাঁশের নার্সারী

পরীক্ষামূলকভাবে ২ জন শিক্ষানবিশ কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে ৪০টি বাঁশের নার্সারী করেন। কিন্তু পদ্ধতিগত ক্রুটির কারণে তা সফল হয়নি।

বিভিন্ন ফল গাছের কাটিং-গ্রাফটিং

৭ জন শিক্ষানবিশ এবং ১টি পরিবারকে দিয়ে প্রায় ৪২০টি লেবু গাছের কাটিং করানো হয়। পরিবারটি তার নিজের তৈরি কাটিং চারা দিয়ে লেবু বাগান করেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত যৌথ কাজে শিক্ষানবিশদের থেকে ২০০টি চারা কিনে নিয়ে চিহ্নিত পরিবারকে বাগান করায় সহায়তা দেয়। এথেকেও শিক্ষানবিশদের ৩ হাজার টাকা আয় হয়।

কেঁচোসার তৈরি ও ব্যবহার

১৭ জন শিক্ষানবিশ তাদের বাড়িতে ছোট ছোট বেডে কেঁচোসার তৈরি করেছে। এমজিএনআরইজিএস-এর মাধ্যমে ১২৩টি পরিবারে বেড তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। যার মধ্যে যৌথ কাজের জন্য চিহ্নিত ৫৩টি পরিবারকে কেঁচো ও কারিগরি সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ২০টি পরিবার নিজেদের উদ্যোগে ছোট ছোট বেডে কেঁচোসার তৈরি শুরু করেছে।

পশুখাদ্য হিসেবে অ্যাজোলা চাষ ও ব্যবহার

১৭ জন শিক্ষানবিশ ও ৩০টি পরিবার নিজেদের উদ্যোগে বাড়িতে অ্যাজোলা চাষ করে তা ব্যবহার করছে। এরফলে এলাকায় অ্যাজোলা চাষ ও এর ব্যবহারের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে।

চিহ্নিত পরিবারে পশুপাখি পালনের উদ্যোগ

১৩টি কার্যকরী দল গড়ে ৩৯টি পরিবারের জন্য ১৩টি বকরী ছাগল দেওয়া হয়েছে। ১টি পরিবারকে ২টি ভেড়া দিয়ে একটি ভেড়া প্রজনন কেন্দ্র এবং ২টি পরিবারকে ৬টি শূকর প্রদান করে ২টি শূকর প্রজনন কেন্দ্র তৈরি করা হয়। ইতিমধ্যে ১টি শূকর ১০টি বাচ্চা দিয়েছে ও ১টি ভেড়া ২টি বাচ্চা দিয়েছে এবং ১টি কার্যকরী দলে ১টি ছাগল ১টি বাচ্চার জন্ম দিয়েছে।

পরিবার ভিত্তিক ছোট ছোট ফলের বাগান

২০১৭ অর্থবর্ষে ২৫টি পরিবারকে দিয়ে ১৩টি কলার, ১১টি লেবুর, ১টি বেদানার ফলের বাগান করানো হয়েছিল। নতুন করে বিভিন্ন ফলের বাগানে চারা ও কারিগরি সহায়তা দেওয়ার জন্য প্রায় ১০০টি পরিবারকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে বিশেষ পরিকল্পনা

১] এমজিএনআরইজিএস-এর মাধ্যমে ১৩২টি পরিবারের নার্সারীতে ২০০টি করে চারা তৈরি এবং ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে রাস্তার ধার, অব্যবহৃত সরকারি জায়গায় এক বছর বয়সী চারা রোপণ করে তাদেরকে বৃক্ষপাট্টা কর্মসূচিতে সহায়তা প্রদান।

২] ১০০টি পরিবারকে দিয়ে তাদের নিজ জমিতে ছোট ছোট ফলের বাগান করার জন্য চারা ও কারিগরি সহায়তা দেওয়া।

৩] ২০০টি পরিবারকে পুষ্টিগুণ সম্পন্ন পশুখাদ্য অ্যাজোলা চাষ ও তার ব্যবহারে উৎসাহিত করতে কারিগরি সাহায্য প্রদান।

৪]		কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে ন্যূনতম ৫০টি পরিবারকে বাঁশের নার্সারী করার জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান।

৫]		১০০টি নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষি পরিবারে কেঁচোসার তৈরি ও তার ব্যবহারের জন্য হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে কেঁচো ও কারিগরি সহায়তা দেওয়া।

বিশেষ উদ্যোগ

১] শিক্ষানবিশ ও উৎসাহী গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের জলপাইগুড়ির মোহিতনগরে কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার পাশাপাশি গোলমরিচ, সুপারি, নারকেল ও মশলা সহ বিভিন্ন গাছের চারা তৈরির পদ্ধতি এবং বীজ, ফুল, ফল ও গাছ পরিদর্শন করানো হয়েছে।

২] ৪ জন মৎস্য চাষীকে দিয়ে তাদের পুকুরে মাছের ডিম থেকে পোনা উৎপাদন করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যেখানে ন্যূনতম ১০ হাজার চারাপোনা তৈরি হবে।

যৌথ উদ্যোগগুলি বাস্তবায়নে প্রচার প্রসারের প্রক্রিয়া ও মাধ্যম

গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় আলোচনা, নিয়মিত পাড়া মিটিং, হ্যান্ডবিল ও পুস্তিকা বিতরণ, এলসিডি প্রদর্শন, এক্সপোজার ভিজিট বা শিক্ষামূলক প্রদর্শন ইত্যাদির ব্যবস্থা।

উদ্যোগ বাস্তবায়নে বিশেষ অসুবিধা

১] চিহ্নিত পরিবারগুলির অধিকাংশের নিজস্ব চাষের বা ঘরোয়া পুষ্টি বাগানের জন্য জমি না থাকা বা খুব কম জমি থাকা।

২] কয়েকটি সংসদ এলাকায় পুষ্টি বিষয়ক অজ্ঞতার কারণে উদ্যোগগুলিতে পরিবারগুলির যথাযথ পরিচর্যা বা যত্ন না নেওয়া।

যৌথ উদ্যোগের ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি

১] অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাদের মধ্যে যৌথ কাজের প্রতি উৎসাহ কিছুটা বেড়েছে।

২] প্রতি মাসে অন্তত ২ বার গ্রাম পঞ্চায়েত শিক্ষানবিশদের সঙ্গে মিটিং করছে এবং উদ্ভুত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে ।

৩] যৌথ উদ্যোগগুলি রূপায়ণে বীজ ও উপকরণ কেনার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত পারচেজ কমিটি তৈরি করেছে।

৪] গৃহীত উদ্যোগগুলির মধ্যে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান করার জন্য ১০০% অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েত দিয়েছে, এখন পর্যন্ত এই অঙ্ক ৬০ হাজার টাকার মতো।

৫] ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তর, ব্লক প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর ও কৃষি দপ্তরের সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগাযোগ আগের চেয়ে কিছুটা বেড়েছে।

৬] অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌-এর সহায়তায় শিক্ষানবিশদের স্টাইপেন্ড ও প্রশিক্ষকের সাম্মানিক গ্রাম পঞ্চায়েত যথাসময়ে প্রদান করছে ।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এলাকা পরিদর্শন

ডেনমার্ক সরকারের পক্ষে সেই দেশের উন্নয়নমূলক আন্তর্জাতিক সংস্থা, আইআইইন্টারেস্ট (ভারতে যার প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌)-এর প্রতিনিধিরা একবার এসে এলাকার যৌথ উদ্যোগের কিছু কিছু কাজ ঘুরে দেখেন এবং কাজের সঙ্গে যুক্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তাদের আগ্রহ ও প্রত্যাশিত সুফলের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছেন। এছাড়াও পুরুলিয়া জেলার বাঘমুন্ডি ব্লকের প্রতিনিধিরা একবার এসে এই যৌথ কাজ পরিদর্শন করেন এবং গ্রাম পঞ্চায়েত পদাধিকারী, কর্মচারীবৃন্দ ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে যৌথ কাজের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া জেনে উৎসাহিত হন ও সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এলাকায় যৌথ কাজের প্রভাব

ক] গরীব পরিবারগুলিতে পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ঘরোয়া সবজি বাগানে উৎপাদিত শাক-সবজি ও মাঠ ফসল হিসাবে ডাল খাওয়ার প্রবণতা কিছুটা বেড়েছে।

খ] এলাকায় পুষ্টিকর শাক-সবজির যোগান বাড়ায় পুষ্টির মান কিছুটা হলেও বেড়েছে।

গ] অব্যহৃত জমি ব্যবহারের প্রবণতা কিছুটা বাড়ার কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ] পশুপাখির খাদ্য অ্যাজোলা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায় অ্যাজোলা চাষ ও তার ব্যবহারও উত্তরোত্তর বাড়ছে।

ঙ] নার্সারীতে চারা তৈরি ও গাছের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা কিছুটা বেড়েছে।

চ] গরীব পরিবারগুলির কাছে শিক্ষানবিশদের গ্রহণযোগ্যতা অনেকটাই বেড়েছে, ফলে সংসদ স্তরে শিক্ষানবিশদের প্রয়োজনীয়তা বোঝা যাচ্ছে।

ছ] গরীব পরিবার ও চাষীদের মধ্যে বীজ সংরক্ষণ করে রাখা এবং পঞ্চায়েত থেকে প্রাপ্ত বীজ ফেরত দেওয়ার প্রবণতাও বেড়েছে।

জ] গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যা, গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহযোগিতায় সংসদ স্তরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ আগের চেয়ে বেড়েছে। ফলে পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগুলি তুলনায় কিছুটা শক্তিশালী হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত

ক] যৌথ উদ্যোগের কাজগুলিকে গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেদের করণীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে এবং বেশ কিছু কাজ চলতি ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরের কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

খ] ৩-৪টি গরীব পরিবার মিলে কার্যকরী দল গড়ে যৌথভাবে বিভিন্ন ধরনের কাজ করছেন ফলে ভূমিহীন পরিবারগুলি ভাগ পদ্ধতিতে বা লিজ পদ্ধতিতে মরশুমি পতিত, পতিত জমির ব্যবহার বাড়িয়েছে। এছাড়া জমির মালিকদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারায় ভূমিহীন পরিবারদের কাছে বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং নিজেদের জন্য কিছুটা খাদ্য ও পুষ্টির যোগান বাড়াতে পেরেছে।

গ] গ্রাম পঞ্চায়েত ও সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের আরও নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশ সেতু স্থাপন করার চেষ্টা করেছে। একই সঙ্গে শেখা ও শেখানোর প্রতি শিক্ষানবিশদের আগ্রহ, জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টান্তমূলকভাবে সামাজিক মর্যাদা ও সন্মান কিছুটা বেড়েছে ও বাড়ছে।

মাগুরমারী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত ও অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌-এর যৌথ উদ্যোগের ফলে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পিছিয়ে পড়া চিহ্নিত দরিদ্র পরিবারের পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মান বৃদ্ধির কাজে বিভিন্ন সময়ে কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যারা সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন তাদের সকলকে বিশেষ করে ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির মাননীয়া সভাপতি, ধূপগুড়ি ব্লকের মাননীয় বিডিও, মাননীয় সিডিপিও, মাননীয় এডিএ ও মাননীয় বিএলডিও এবং ধূপগুড়ি ব্লকের এমজিএনআরইজিএস সেলের সকল কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাগণের নাম

১] মীরা রায় (প্রধান), VI নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

২] জয়দেব ঘোষ (উপ-প্রধান), V নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৩] সিরাজুল হক্ (সঞ্চালক, কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতি), XIII নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৪] সুব্রত রায় (সঞ্চালক, শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতি), VII নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৫] মিঠু রায় (সঞ্চালক, নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ উপ-সমিতি), IV নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৬] কাবেরী রায় (সঞ্চালক, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতি), IX নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৭] অনিমা রায় (সদস্যা), I নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৮] বিউটি সরকার (সদস্যা), I নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৯] বাসন্তী রায় (সদস্যা), II নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১০] নরেশ চন্দ্র রায় (সদস্য), II নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১১] আরতি রায় (সদস্যা), III নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১২] রেখা রায় (সদস্যা), VII নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১৩] শিব শংকর ঘোষ (সদস্য), VIII নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১৪] কবিতা রায় (সদস্যা), VIII নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১৫] শ্রীবাস চন্দ্র রায় (সদস্য), XI নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১৬] বাসন্তী বর্মন রায় (সদস্যা), X নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১৭] নির্মলেন্দু দাস (সদস্য), X নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১৮] উত্তম দাস (সদস্য), XII নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীবৃন্দের নাম

১] অনিরুদ্ধ ঘোষ চৌধুরী (ই এ)

২] রূপম সাহা (এন এস)

৩] শান্তনু মজুমদার (সহায়ক ও ভারপ্রাপ্ত সচিব)

৪] তাপস বিশ্বাস (সহায়ক)

৫] উদয় ভানু মোহন্ত (ভি এল ই)

৬] গৌতম সরকার (এস টি পি)

৭] শুভঙ্কর রায় (জি আর এস)

৮] সুরজিত রায় (জি জে এস)

৯] ছোটন চক্রবর্তী (জিপি কর্মী)

১০] পদ্মলোচন রায় (জিপি কর্মী)

১১] গোলাম মোস্তফা (টি সি)

১২] জাকির হোসেন (টি সি)

১৩] তাপস রায় (গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ কাজের প্রশিক্ষক)

শিক্ষানবিশদের নাম

১] অনিতা রায় সরকার, I নং সংসদ থেকে মনোনীত।

২] রেবা সরকার, I নং সংসদ থেকে মনোনীত।

৩] পূর্ণিমা রায়, II নং সংসদ থেকে মনোনীত।

৪] তুলসী ঘোষ, II নং সংসদ থেকে মনোনীত।

৫] শেফালী দাস, III নং সংসদ থেকে মনোনীত।

৬] প্রতিমা রায়, IV নং সংসদ থেকে মনোনীত।

৭] লতিকা রায়, V নং সংসদ থেকে মনোনীত।

৮] ডলি ঘোষ, V নং সংসদ থেকে মনোনীত।

৯] মঞ্জু রায় বর্মন, VI নং সংসদ থেকে মনোনীত।

১০] রঞ্জু রায়, VII নং সংসদ থেকে মনোনীত।

১১] অনিমা রায়, VII নং সংসদ থেকে মনোনীত।

১২] বীনা সিংহ রায়, VIII নং সংসদ থেকে মনোনীত।

১৩] দীপালি রায়, VIII নং সংসদ থেকে মনোনীত।

১৪] জিন্নাতুন খাতুন, IX নং সংসদ থেকে মনোনীত।

১৫] মুক্তি দাস, X নং সংসদ থেকে মনোনীত।

১৬] যূথিকা রায়, XI নং সংসদ থেকে মনোনীত।

১৭] সামিনা খাতুন, XII নং সংসদ থেকে মনোনীত।

১৮] রুনা বেগম, XIII নং সংসদ থেকে মনোনীত।

১৯] রীনা রায়, XIII নং সংসদ থেকে মনোনীত।

AHEAD Initiatives

32/6 Gariahat Road (S), Kolkata: 700031, Tel: +91 33 4067 0369